‘ক’ সেট

নমুনা উত্তর

এসএসসি-২০১৮

বিষয় ঃ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং (সৃজনশীল)

(২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় কোড ঃ ১৫২

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

*	প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু এ নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত নয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর এ নমুনা উত্তরের চেয়ে ভালো, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।	
*	প্রদত্ত নমুনা উত্তরের কোন বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
*	উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল প্রদত্ত নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।	
*	পরীক্ষার্থীর দক্ষতাস্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।	

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও **সম্ভাব্য নমুনা উত্তর** (Sample Answer)

এসএসসি পরীক্ষা ২০১৮

বিষয় ঃ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং **বিষয় কোড ঃ ১৫২**

১নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (ক)	১	সঠিক বানানে PPP এর পূর্ণরূপ লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

Public Private Partnership.

১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (খ)	২	তারল্য ও মুনাফার মধ্যে ভারসাম্যের বিষয়টি উদাহরণসহ বা উদাহরণ ছাড়া ব্যাখ্যা করলে
	১	তারল্য ও মুনাফার মধ্যে ভারসাম্যের বিষয়টি লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

তারল্য বনাম মুনাফা নীতি হচ্ছে তারল্য ও মুনাফার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি। এই নীতি অনুযায়ী যদি কোন ব্যবসায়ী অধিক পরিমান নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে তাহলে প্রতিষ্ঠানের আয় কমে যায়। আবার নগদ অর্থ কম সংরক্ষণ করে অধিক বিনিযোগ করলে ব্যবসায় দৈনন্দিন ব্যয় পরিচালনার জন্য অর্থের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তাই একজন ব্যবসায়ীকে নগদ অর্থ সংরক্ষণ ও বিনিয়োগকৃত অর্থের মধ্যে সবসময় ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে হয়।

১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে মিঃ শাহেদের অর্থায়নকে পারিবারিক অর্থায়ন হিসেবে প্রমাণ করলে। (এক্ষেত্রে বাড়ি নির্মাণকে তার পারিবারিক প্রয়োজন হিসাবে উল্লেখ করতে হবে।)
	২	উদ্দীপকের তথ্য ছাড়াই পারিবারিক অর্থায়ন ব্যাখ্যা করলে।
	১	পারিবারিক অর্থায়ন লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মিঃ শাহেদের অর্থায়নের ধরণটি হল পারিবারিক অর্থায়ন। পারিবারিক অর্থায়নে পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করে তা কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় তা নির্ধারণ করা হয়। পরিবারের আয় যদি ব্যয়ের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে আত্মীয় স্বজন, পরিচিত ব্যক্তি, বন্ধু বান্ধব এবং কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা যায়। উদ্দীপকের মিঃ শাহেদ তার বাড়ি নির্মাণের জন্য আত্মীয় স্বজন ও ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে তার পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। তাই মিঃ শাহেদের অর্থায়ন হল পারিবারিক অর্থায়ন।

১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (ঘ)	৪	স্থায়ী সম্পদ হিসেবে বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যাংক থেকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করে ঋণ গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যখ্যা করলে ।
	৩	বাড়ি নির্মাণকে স্থায়ী সম্পদ অথবা ব্যাংক ঋণকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যাখ্যা করলে।
	২	বাড়ি নির্মাণকে স্থায়ী সম্পদ অথবা ব্যাংক ঋণকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ লিখলে।
	১	ঋণ গ্রহণ যৌক্তিক হয়েছে লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বাড়ি নির্মাণে মিঃ শাহেদের ঋণ গ্রহণ যৌক্তিক হয়েছে। পরিবারের যে কোন স্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নের উৎস ব্যবহার করা উচিত। আমরা জানি বাড়ি একটি স্থায়ী সম্পদ এবং ব্যাংক থেকে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়া যায়। উদ্দীপকে দেখা যায় মিঃ শাহেদ বাড়ি নির্মাণের জন্য আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করেছেন তা বাড়ি নির্মাণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তিনি ব্যাংক থেকে ৮.৫% হারে ঋণ নিয়েছেন। তাই বলা যায় বাড়ি নির্মাণেল জন্য জনাব শাহেদের দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন যথাযথ হয়েছে।

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (ক)	১	সঠিক বানানে EAR এর পূর্ণরূপ লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

Effective Annual Rate.

২ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (খ)	২	অর্থের সময় মূল্য ও সুদের হার উল্লেখ করে বাট্টাকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করলে।
	১	বাট্টাকরণ প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা লিখলে অথবা বাট্টাকরণ প্রক্রিয়ার সূত্র লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

২ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য জানা থাকলে বর্তমান মূল্য বের করতে যে প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তাই বাট্টাকরণ প্রক্রিয়া। বাট্টাকরণ প্রক্রিয়ায় অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করে সুদের হারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ মূল্যকে কমিয়ে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করা হয়।

২ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২(গ)	৩	জনতা ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখতে হবে তা গাণিতিকভাবে নির্ণয় করলে।
	২	বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটিতে মান বসাতে পারলে।
	১	বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

২ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আমরা জানি

$$PV = \frac{FV}{(১+i)^n}$$
$$= \frac{১০০০০০}{(১+.১০)^৫}$$
$$= \frac{১০০০০০}{(১.১)^৫}$$
$$= \frac{১০০০০০}{১.৬১০৫১}$$
$$= ৬২,০৯২.১৩২ \text{ টাকা (প্রায়)}$$

এখানে
ভবিষ্যৎ মূল্য FV = ১,০০,০০০ টাকা
সুদের হার i = ১০%
n = ৫ বছর
বর্তমান মূল্য PV = কত?

অতএব মি. রেজাউলকে জনতা ব্যাংকে ৬২,০৯২.১৩ টাকা জমা দিতে হবে।

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (ঘ)	৪	দুই ব্যাংকের জমাকৃত টাকার পার্থক্যের ভিত্তিতে জনতা ব্যাংকে টাকা রাখাকে অধিক লাভজনক হিসেবে মতামত দিলে।
	৩	ডাচ বাংলা ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখতে হবে তা গাণিতিকভাবে নির্ণয় করলে।
	২	বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটিতে মান বসাতে পারলে।
	১	বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আমরা জানি

$$PV = \frac{FV}{(১+\frac{i}{m})^{n\times m}}$$
$$= \frac{১০০০০০}{(১+\frac{.০৯}{১২})^{৫\times১২}}$$
$$= \frac{১০০০০০}{(১+.০০৭৫)^{৬০}}$$
$$= \frac{১০০০০০}{(১.০০৭৫)^{৬০}}$$
$$= \frac{১০০০০০}{১.৫৬৫৬}$$
$$= ৬৩,৮৭৩.২৭৫৪$$
$$= ৬৩,৮৭৩.২৮ \text{ টাকা (প্রায়)}$$

এখানে
ভবিষ্যৎ মূল্য FV = ১,০০,০০০ টাকা
সুদের হার i = ৯%
মেয়াদ n = ৫ বছর
m = ১২
বর্তমান মূল্য PV = ?

উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী ৫ বছর পর ১,০০,০০০ টাকা পাওয়ার জন্য মি. রেজাউলকে জনতা ব্যাংকে ৬২,০৯২.১৩ টাকা এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকে ৬৩,৮৭৩.২৮ টাকা রাখতে হবে। অর্থাৎ মি. রেজাউলকে জনতা ব্যাংকে (৬৩,৮৭৩.২৮-৬২,০৯৩.১৩) টাকা = ১৭৮১.১৫ টাকা কম জমা রাখতে হবে। সুতরাং জনতা ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে জনাব রেজাউল অধিকতর লাভবান হবে।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (ক)	১	পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি অথবা ঝুঁকি নির্ণয়ের পদ্ধতি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আদর্শ বিচ্যুতি একটি পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি/ঝুঁকি নির্ণয়ের পদ্ধতি।

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (খ)	২	বাহ্যিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা এবং দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে আর্থিক ঝুঁকির ব্যাখ্যা করলে।
	১	আর্থিক ঝুঁকি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

দায় পরিশোধের অক্ষমতা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিটি আর্থিক ঝুঁকি। বহিঃস্থ উৎস হতে অর্থায়নের ফলে আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। ব্যবসায় অর্থ সংস্থানে ঋণ মূলধন ব্যবহার করলে ঋণের সুদ ও আসল অর্থ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। কোম্পানি সাধারণত ঋণকৃত মূলধন বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ দিয়ে ঋণকৃত মূলধণের দায় পরিশোধ করে। কোনো কারণে প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ না পেলে দায় পরিশোধের অক্ষমতা দেখা দেয়। দায় পরিশোধ করতে না পারলে কোম্পানি দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দায় পরিশোধের অক্ষমতা সৃষ্টির আশংকা থেকে আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (গ)	৩	গানিতিকভাবে 'দোয়েল' প্রকল্পের সঠিক আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করলে।
	২	ব্যবধানের বর্গের সমষ্টি/ ব্যবধানের বর্গের গড় নির্ণয় করলে।
	১	গড় আয় নির্ণয় করলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখতে।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

দোয়েল প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় :

$$\text{আদর্শ বিচ্যুতি} = \sqrt{\frac{\sum(\text{আয় হার} - \text{গড় হার})^২}{n-১}}$$

বছর	আয় (%)	গড় থেকে ব্যবধান (আয়-গড়)	ব্যবধানের বর্গ	এখানে,
১	১০%	(১০-১৪)=-৪	$(-৪)^২ = ১৬$	$\sum$ (আয় হার-গড় হার)^২ = অতীতে অর্জিত আয় হার থেকে গড় আয় হারের পার্থক্যের বর্গের সমষ্টি n = বছরের সংখ্যা
২	১০%	(১০-১৪) = -৪	$(-৪)^২ = ১৬$	
৩	১৪%	(১৪-১৪) = ০	$(০)^২ = ০$	
৪	১৬%	(১৬-১৪) = ২	$(০)^২ = ৪$	
৫	২০%	(২০-১৪)= ৬	$(৬)^২ = ৩৬$	
যাগফল	৭০%	ব্যবধানের বর্গের যোগফল	৭২	
গড় আয়	৭০/৫ =১৪%	ব্যবধানের বর্গের গড় $= \frac{৭২}{n-১}$	১৮	

$\therefore$ আদর্শ বিচ্যুতি $= \sqrt{১৮}$

$= ৪.২৪\%$

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩ (ঘ)	৪	উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত আয় ও প্রকৃত আয়ের পার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ করে ২% আয় বৃদ্ধিকে ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত হিসাবে মতামত দিলে/ ৫ম বছরের আয় ১৮% এবং ২০% ধরে দুটি আদর্শ বিচ্যুতির তুলনা করে মতামত দিলে।
	৩	উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত আয় ও প্রকৃত আয়ের পার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ করলে/ ৫ম বছরের আয় ১৮% ধরে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করলে।
	২	উদাহরণসহ ঝুঁকি ব্যাখ্যা করলে/ ৫ম বছরের আয় ১৮% ধরে ব্যবধানের বর্গের সমষ্টি/ ব্যবধানের বর্গের গড় নির্ণয় করলে।
	১	ঝুঁকির সংজ্ঞা লিখলে/ ৫ম বছরের আয় ১৮% ধরে গড় আয় নির্ণয় করলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখতে।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

৫ম বছরে প্রকৃত আয় ২% বৃদ্ধি পাওয়া ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রকৃত আয়ের বিচ্যুতি থেকেই ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রকৃত আয়ের বিচ্যুতি যত বেশি হয়, ঝুঁকি তত বাড়ে, আয়ের বিচ্যুতি যত কম হয় ঝুঁকি তত কমে। উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী মি. সাফোয়ান ৫ম বছরে ১৮% মুনাফা আশা করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় ৫ম বছরে তিনি ২০% মুনাফা অর্জন করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রকৃত আয় বেশি হয়েছে। তাই বলা যায়, ৫ম বছরে প্রকৃত আয় ২% বৃদ্ধি পাওয়া ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত।

অথবা

বছর	আয় (%)	গড় থেকে ব্যবধান (আয়-গড়)	ব্যবধানের বর্গ
১	১০%	(১০-১৩.৬)=-৩.৬	১২.৯৬
২	১০%	(১০-১৩.৬)=-৩.৬	১২.৯৬
৩	১৪%	(১৪-১৩.৬) = ০.৪	০.১৬
৪	১৬%	(১৬-১৩.৬) = ২.৪	৫.৭৬
৫	১৮%	(১৮-১৩.৬)= ৪.৪	১৯.৩৬
যাগফল	৬৮%	ব্যবধানের বর্গের যোগফল	৫১.২
গড় আয়	৬৮/৫ =১৩.৬%	ব্যবধানের বর্গের গড় $= \frac{51.২}{n-১}$	১২.৭৫

$\therefore$ আদর্শ বিচ্যুতি $= \sqrt{12.75}$

$= ৩.৫৭$

$= ৩.৫৭\%$

সাধারণত আদর্শ বিচ্যুতির বড় মান অধিক ঝুঁকি এবং আদর্শ বিচ্যুতির ছোট মান কম ঝুঁকি নির্দেশ করে। উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী প্রকৃত আয় ২% বৃদ্ধি পাওয়ায় আদর্শ বিচ্যুতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং প্রকৃত আয় ২% বৃদ্ধি পাওয়া ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত।

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (ক)	১	পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মূলধন বাজেটিং এর সবচেয়ে সরল ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (খ)	২	নগদ প্রবাহ ব্যাখ্যা লিখলে।
	১	নগদ প্রবাহের সংজ্ঞা লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

যে কোন বিনিয়োগ প্রকল্প হতে সম্ভাব্য আয় বা ব্যয়ের আর্থিক পরিমানই হচ্ছে নগদ প্রবাহ। এক্ষেত্রে প্রাক্কলিত আয়কে নগদ আন্তপ্রবাহ ও ব্যয়কে নগদ বহি:প্রবাহ বলা হয়। নগদ প্রবাহ হল মূলধন বাজেটিং প্রক্রিয়া প্রয়োগের প্রথম ধাপ। এই ধাপে একটি প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানে কী পরিমাণ অর্থের আগমন হবে, কী পরিমাণ খরচ হবে তা অনমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। বিক্রয় থেকে প্রতিষ্ঠানের আন্তঃনগদ প্রবাহ এবং চলতি খরচ, মূলধনি ব্যয় ও অন্যান্য খরচ পূর্বানুমান থেকে নগদ বহি:প্রবাহ ঘটে।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪(গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে 'চাঁপা' প্রকল্পের গড় মুনাফার হার নির্ণয় করলে।
	২	'চাঁপা' প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় বছরের নীট মুনাফা সঠিকভাবে নির্ণয় করলে।
	১	'চাঁপা' প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় বছরের করপূর্ব মুনাফা সঠিকভাবে নির্ণয় করলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

'চাঁপা' প্রকল্পের গড় মুনাফার হার নির্ণয় :

বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)		
	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর
বিক্রয়	২,০০,০০০	২,৫০,০০০	১৫০,০০০
(-) চলতি খরচ	(৮০,০০০)	(১,০০,০০০)	(৬০,০০০)
(বিক্রয়ের ৪০%)	(৫০,০০০)	(৫০,০০০)	(৫০,০০০)
(-) স্থায়ী খরচ	(২০,০০০)	(২০,০০০)	(২০,০০০)
(-) অবচয়			
করপূর্ব মুনাফা	৫০,০০০	৮০,০০০	২০,০০০
(-) করহার	(১৫,০০০)	(২৪,০০০)	(৬,০০০)
নিট মুনাফা	৩৫,০০০	৫৬,০০০	১৪,০০০

গড় নিট মুনাফা $= \frac{৩৫,০০০+৫৬,০০০+১৪,০০০}{৩} =$ ৩৫,০০০ টাকা

গড় বিনিয়োগ $= \frac{৫,০০,০০০}{২} =$ ২,৫০,০০০ টাকা

$\therefore$ গড় মুনাফার হার $= \frac{\text{গড় নিট মুনাফা}}{\text{গড় বিনিয়োগ}} \times ১০০$

$= \frac{৩৫০০০}{২৫০০০০} \times ১০০$

$= ১৪\%$

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪ (ঘ)	৪	উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী বেলি ও চাঁপা প্রকল্পের গড় মুনাফার হারের তারতম্যের ভিত্তিতে 'চাঁপা' প্রকল্পটি জনাব আবরারের জন্য অধিক গ্রহণযোগ্য হিসেবে মতামত দিলে।
	৩	উদ্দীপকে তথ্যের আলোকে বেলী প্রকল্পের গড় মুনাফার হার নির্ণয় করলে।
	২	বেলী প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় বছরের নিট মুনাফা সঠিকভাবে নির্ণয় করলে।
	১	বেলী প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় বছরের করপূর্ব মুনাফা সঠিকভাবে নির্ণয় করলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বেলী প্রকল্পের গড় মুনাফার হার নির্ণয়

বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)		
	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর
বিক্রয় (-) চলতি খরচ (বিক্রয়ের ৪০%) (-) স্থায়ী খরচ (-) অবচয়	১,০০,০০০ (৪০,০০০) (৫০,০০০) (২০,০০০)	২,০০,০০০ (৮০,০০০) (৫০,০০০) (২০,০০০)	৩,০০,০০০ (১,২০০,০০০) (৫০,০০০) (২০,০০০)
করপূর্ব মুনাফা (-) করহার	১০,০০০ -	৫০,০০০ (১৫,০০০)	১,১০,০০০ (৩৩,০০০)
নিট মুনাফা/ক্ষতি	(১০,০০০)	৩৫,০০০	৭৭,০০০

গড় নিট মুনাফা $= \frac{(১০,০০০)+৩৫,০০০+\square\ ,০০০}{\square} =$ ৩৪,০০০ টাকা

গড় বিনিয়োগ $= \frac{৫,০০,০০০}{৩} =$ ২,৫০,০০০ টাকা

$\therefore$ গড় মুনাফার হার $= \frac{৩৪০০০}{২৫০০০০} \times ১০০$

$= ১৩.৬\%$

জনাব আবরারের চাঁপা প্রকল্পের গড় মুনাফার হার ১৪% এবং বেলী প্রকল্পের গড় মুনাফার হার ১৩.৬ । আমরা জানি, যে প্রকল্পের গড় মুনাফার হার যত বেশি সেই প্রকল্প তত লাভজনক। সুতরাং জনাব আবরারের বিনিয়োগের জন্য 'চাঁপা' প্রকল্পটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (ক)	১	করসমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের সূত্রটি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

করসমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয়=করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় × (১-কর হার)

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (খ)	২	মূলধন ব্যয়কে সংগৃহীত তহবিলের ব্যয় হিসেবে উদাহারণসহ ব্যাখ্যা করলে।
	১	মূলধন ব্যয়কে সংগৃহীত তহবিলের ব্যয় হিসেবে লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মূলধন ব্যয় হচ্ছে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের ব্যয়। সাধারণত তহবিলের যোগান দাতাদের প্রত্যাশিত আয় প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যয় হিসেবে গণ্য হয়। যেমন- শেয়ার মূলধনের জন্য লভ্যাংশ প্রদান করতে হয়, ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানকে সুদ প্রদান করতে হয়।

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্যগুলো সূত্রে প্রয়োগ করে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করলে।
	২	অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয়ের সূত্রটিতে মান বসালে/প্রত্যাশিত লভ্যাংশ নির্ণয় করলে।
	১	অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয়ের সূত্রটি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আমরা জানি,

অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় $= \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০$

এখানে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ $= (১২০০ \text{ এর } \frac{১০}{১০০})$ টাকা

$= ১২০$ টাকা

শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ১০০০ টাকা

তথ্যগুলো সূত্রে প্রয়োগ করে পাই:

অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় $= \frac{১২০}{১০০০} \times ১০০$

$= ১২\%$

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৫ (ঘ)	৪	পূর্বের অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় এবং পরিবর্তিত অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে মতামত দিলে।
	৩	উদ্দীপকের তথ্যগুলো সূত্রে প্রয়োগ করে লিখিত মূল্যে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করলে।
	২	লিখিত মূল্যে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয়ের সূত্রটিতে মান বসালে/প্রত্যাশিত লভ্যাংশ নির্ণয় করলে।
	১	লিখিত মূল্যে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয়ের সূত্রটি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আমরা জানি, অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় $= \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০$

এখানে, শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ $= (১২০০ \text{ এর } ১০\%)$ টাকা

$= ১২০$ টাকা

শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ১২০০ টাকা।

উদ্দীপক থেকে প্রাপ্য তথ্য সূত্রে প্রয়োগ করে পাই-

অগ্রাধিকারের শেয়ারের ব্যয় $= \frac{১২০}{১২০০} \times ১০০$

$= ১০\%$

পূর্বে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় ছিল $= ১২\%$

পরবর্তীতে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় $= ১০\%$

$\therefore$ শেয়ারের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে $= (১২\% - ১০\%) = ২\%$

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (ক)	১	দুইটি স্টক এক্সচেঞ্জ লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বাংলাদেশে ২টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে।

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (খ)	২	অগ্রাধিকার শেয়ারের রুপান্তরযোগ্যতা ব্যাখ্যা করলে
	১	শেয়ারের রূপান্তরযোগ্যতা কী তা লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

শেয়ারের রূপান্তর যোগ্যতা হচ্ছে শেয়ারের এক ধরণ থেকে অন্য ধরণে পরিবর্তনের সুযোগ। অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রে এরূপ সুযোগ রয়েছে। অনেক অগ্রাধিকার শেয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করার বিকল্প সুযোগ থাকে। ফলে বিনিয়োগকারী ইচ্ছে করলে এই সুযোগ ব্যবহার করে সাধারণ শেয়ার মালিক হতে পারে।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে 'ক' নামক শেয়ারটিকে অগ্রাধিকার শেয়ার হিসেবে প্রমাণ করলে
	২	উদ্দীপকের তথ্য ছাড়া অগ্রাধিকার শেয়ার কী তা ব্যাখ্যা করলে
	১	অগ্রাধিকার শেয়ার লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকের 'ক' নামক শেয়ারটি অগ্রাধিকার শেয়ার। যে সব বিনিয়োগকারী শেয়ারে বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে আয় প্রত্যাশা করে, তাদের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার একটি ভালো বিনিয়োগ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। এরূপ শেয়ারের মালিক নির্দিষ্ট হারে আয়, মুনাফা আয়ের উপর অগ্রাধিকার, সম্পদের উপর দাবি, ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করে থাকেন। উদ্দীপকে 'ক' শেয়ারের বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায় শেয়ার 'ক' অগ্রাধিকার শেয়ার।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (ঘ)	৪	পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের ভিত্তিতে 'খ' শেয়ারকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে ব্যাখ্যা করে প্রশ্নের মন্তব্যের সাথে একমত পোষণ করলে
	৩	উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে 'খ' শেয়ারকে সাধারণ শেয়ার হিসাবে প্রমাণ করলে
	২	সাধারণ শেয়ারের ব্যাখ্যা লিখলে
	১	সাধারণ শেয়ার লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকের 'খ' নামক শেয়ারটি সাধারণ শেয়ার। উদ্দীপকে 'খ' নামক শেয়ার যেহেতু সাধারণ শেয়ার, তাই 'খ' নামক শেয়ারে বিনিয়োগ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এ বাক্যের সাথে আমি একমত। সাধারণ শেয়ার থেকে আয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকলেও এই শেয়ারে বিনিয়োগ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কারণ শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানি সব সময় শেয়ার মালিকদের লভাংশ দিতে বাধ্য থাকে না। কোন বছর কোম্পানি পর্যাপ্ত মুনাফা করতে না পারলে সাধারণ শেয়ার মালিকদের কোনো লভ্যাংশ দেওয়া হয় না। আবার কোম্পানির অবসায়নকালে সম্পত্তি বিক্রি হতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে দেনাদার এবং অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের দাবি মেটানোর পর সাধারণ শেয়ার মালিকদের দাবি মেটানো হয়। ফলে সব দাবি মেটানোর পর কোনো অবশিষ্ট অর্থ না থাকলে সাধারণ শেয়ার মালিকদের কোনো মুনাফা না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (ক)	১	ঊনবিংশ শতাব্দী লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (খ)	২	অনলাইন ব্যাংকিং এর ধারণার ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং একাধিক কার্যক্রম উল্লেখ করলে
	১	অনলাইন ব্যাংকিং লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ই-ব্যাংকিং হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা। এক্ষেত্রে ব্যাংক অনলাইনের মাধ্যমে এনিব্রাঞ্চ ব্যাংকিং, এটিএম ব্যাংকিং সুবিধা, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন ইত্যাদি সুবিধা গ্রাহকে প্রদান করতে সক্ষম হয়। এ ধরণের ব্যাংকিং এ গ্রাহক কম্পিউটার বা মোবাইলের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (গ)	৩	বিনিময় প্রথার সমস্যা ব্যাখ্যা করলে
	২	বিনিময় প্রথাটি ব্যাখ্যা করলে
	১	বিনিময় প্রথটি লিখতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রথাটি 'বিনিময় প্রথা'। 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য'- এই প্রথাকে বিনিময় প্রথা বলে। প্রথমে মানুষের চাহিদা সীমিত ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যের মাধ্যমে নিজের চাহিদা মেটাতো। কিন্তু পর্যায়ক্রমে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিময় কর্মকান্ডের প্রসার ঘটে। দেখা দিতে থাকে নানা সমস্যা। দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষ তখন তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারত না। কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী একজনের সাথে অন্যজনের চাহিদা মেলানো অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। আবার দ্রব্য বিনিময় প্রথাকে দ্রব্যের মুল্য নির্ধারণ করা ছিল না। অন্য দিকে দ্রব্য মজুদ করা নিয়েও সমস্যা হতো।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (ঘ)	৪	ব্যাংক ও মুদ্রার নির্ভরশীলতার সম্পর্ক কম পক্ষে তিনটি পয়েন্টের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করলে
	৩	ব্যাংক ও মুদ্রার নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দুটি পয়েন্টের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করলে
	২	ব্যাংক ও মুদ্রার নির্ভরশীলতার সম্পর্ক একটি পয়েন্টের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করলে
	১	মুদ্রা প্রচলনের ফলেই যে ব্যাংকের সৃষ্টি তা লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মুদ্রার প্রচলন ও ব্যাপক ব্যবহার ধীরে ধীরে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যার জন্য মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়। অর্থ নিয়েই ব্যাংকের সকল কার্যক্রম আবর্তিত। আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাই ব্যাংক মুদ্রা ছাড়া চলতে পারে না। মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ তার সঞ্চয় হিসাবে সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংক তার আমানত সৃষ্টি করে; যার বিনিময়ে সঞ্চয়কারী আমানত গ্রহণ ও ঋণদান পেয়ে থাকে। ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও ঋণদান মুদ্রার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে বিশ্বব্যাপী মুদ্রা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহারও সীমিত।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (ক)	১	কেন্দ্রিয় ব্যাংক/বাংলাদেশ ব্যাংক লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে কেন্দ্রিয় ব্যাংক/বাংলাদেশ ব্যাংক

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (খ)	২	তারল্য নীতিটি ব্যাখ্যা করলে।
	১	তারল্য নীতি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বিনিয়োগ ও তারল্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতিটি হলো তারল্য নীতি। ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা আমানকারী চাওয়ামাত্র তা ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। ব্যাংক যদি টাকা নগদ অবস্থায় রেখে দেয় তাহলে বিনিয়োগ হবে না। আর বিনিয়োগ না হলে মুনাফাও হবে না। ব্যাংক এমনভাবে নগদ অর্থ হাতে রাখে যেন গ্রাহকের অর্থ পরিশোধে কোন অর্থ সংকট না হয়। আবার অতিরিক্ত নগদ অর্থ অলসভাবে না থাকে। তারল্য ও বিনিয়োগের মধ্যে এরূপ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখাই তারল্য নীতি।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে 'ক' ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে প্রমাণ করতে।
	২	বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ বর্ণনা করতে।
	১	'ক' ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তা লিখতে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

'ক' ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত জনগণের নিকট হতে গচ্ছিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঋণ গ্রাহকদের সেই অর্থ ধার দিয়ে থাকে। ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাজারে অর্থের চাহিদা পূরণ করে এবং কেন্দ্রিয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। উদ্দপিকে 'ক' ব্যাংকটিও জনগণের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং সে আমানত অন্যান্য ব্যক্তি বা ব্যববায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। তাই একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (ঘ)	৪	উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখিত ব্যাক্তিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তার নিরাপত্তা ও সার্বজনীতার নীতি বিবেচনা করা উচিত বলে যৌক্তিকভাবে মতামত দিতে
	৩	উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা ও সাবধানতার নীতিতে বিচিহ্নত করতে।
	২	নিরাপত্তা নীতি ব্যাখ্যা করতে।
	১	নিরাপত্তা নীতি লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

'ক' ব্যাংকের কর্মকর্তাকে তার গ্রাহককে ঋণ প্রদানের সময় নিরাপত্তা নীতি বিবেচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি। ব্যাংক ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রাহককে অর্থ ও ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থের নিরাপত্তা বিধান। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংককে ঋণ প্রদানের সময় ঋণ গ্রহীতার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সততা বিচার করা এবং পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ করা উচিত। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে একজন ব্যক্তি ৫ লক্ষ টাকা ঋণের জন্য 'ক' ব্যাংকের নিকট আবেদন করেছে। ঐ গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা থাকলেও ব্যাংক কর্মকর্তা ঐ ব্যক্তির সরবরাহকৃত তথ্যাদি সন্দেহজনক মনে করছেন। ব্যাংক কর্মকর্তার এরূপ সন্দেহ নিরাপত্তা নীতিকেই ইঙ্গিত করে। ব্যাংক কর্মকর্তার উচিত হবে তথ্যাদি আরও যাচাই, বাছাই করে উক্ত ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা। তবেই ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নীতির সুফল পাওয়া যাবে।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(ক)	১	ব্যাংকার লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ব্যাংকিং ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিকে ব্যাংকার বলা হয়।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(খ)	২	কেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল তা লিখলে।
	১	কেন্দ্রীয় ব্যাংক লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল। আর্থিক সংকটের সময় যখন অন্য কোনো উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না, সে সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে ঋণ দিয়ে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে জনাব রহমানের হিসাবটি সঞ্চয়ী/ ডিপোজিট পেনশন স্কিম হিসাব হিসেবে প্রমাণ করলে
	২	সঞ্চয়ী/ ডিপোজিট পেনশন স্কিম হিসাব ব্যাখ্যা করলে
	১	সঞ্চয়ী/ ডিপোজিট পেনশন স্কিম হিসাব লিখতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

জনাব রহমানের ব্যাংক হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব। যে হিসাব দৈনিক বা মাসিক যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দেয়া যায় এবং সপ্তাহে দু'বার অথবা নিয়ম অনুযায়ী টাকা উত্তোলন করা যায় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এ ধরণের হিসাবকারীকে সঞ্চিত অর্থের ওপর সুদ বা লাভ প্রদান করে। জনাব রহমান একজন নির্দিষ্ট আয়ের চাকরিজীবি। তিনি সংসারে প্রতিমাসে খরচের পর যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তার কিছু অংশ ব্যাংকে জমা রাখেন। সুতরাং জনাব রহমানের ব্যাংক হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব।

অথবা

জনাব রহমানের ব্যাংক হিসাবটি ডিপোজিট পেনশন স্কিম হিসাব। এ ধরণের হিসাবের মাধ্যমে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমান টাকা জমা দিতে হয়। ব্যাংক মেয়াদ শেষে জমাকৃত অর্থ সুদসহ ফেরত দেয়। জনাব রহমান একজন নির্দিষ্ট আয়ের চাকরিজীবি। তিনি সংসারে প্রতিমাসে খরচের পর যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তার কিছু অংশ ব্যাংকে জমা রাখেন। সুতরাং জনাব রহমানের ব্যাংক হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯ (ঘ)	৪	তিন বা ততোধিক বিবেচ্য বিষয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে জনাব রহমানের চিন্তা ভাবনাকে যৌক্তিক বলে মতামত লিখলে
	৩	যে কোনো দুইটির বিবেচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা লিখলে
	২	যে কোন একটি বিবেচ্য বিষয় লিখে তা ব্যাখ্যা করলে
	১	ব্যাংক হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয়গুলো যে কোনো একটি লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ব্যাংক হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা জনাব রহমানের জন্য অত্যন্ত জরুরী। ব্যাংক হতে সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করার জন্য বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন- ব্যাংকের অবদান, বহুমুখী সেবা, সুনাম, শাখার সংখ্যা, সুদ ও চার্জের পরিমাণ এবং ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা ইত্যাদি। উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী জনাব রহমান ব্যাংক হিসাব খোলার পর সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকের অবদান কাছাকাছি হলে তার লেনদেন সহজ হবে। আমানতের সুদের পরিমাণ বেশি হলে তিনি লাভবান হবেন। তাছাড়া সেবার উপর চার্জ বেশি হলে তার ব্যয় বেশি হবে। তাই বলা যায় ব্যাংক হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা রহমানের জন্য যুক্তিযুক্ত

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০ (ক)	১	চেইন ব্যাংক লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

চেইন ব্যাংকের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক উন্নতি সাধণ।

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০ (খ)	২	ডেবিট কার্ড কী কাজে লাগে তা লিখলে
	১	ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পণ্য / ইলেকট্রনিক প্লাষ্টিক কার্ড লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ডেবিট কার্ড ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবার একটি পণ্য / এটা একধরণের ইলেকট্রনিক প্লাস্টিক কার্ড, যা ব্যাংক তার গ্রাহকের জন্য ইস্যু করে থাকে। এই কার্ডের মাধ্যমে নগদ টাকা ছাড়াই গ্রাহক কেনা-কাটা করতে পারে এবং প্রয়োজনে এটিএম মেশিন থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারে।

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে জনাব আলীর স্বাক্ষরিত চেকটি বাহক চেক হিসেবে প্রমাণ করলে
	২	বাহক চেকের ব্যাখ্যা লিখলে
	১	বাহক চেক লিখতে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

জনাব আলীর স্বাক্ষরিত চেকটি ছিল বাহক চেক। বাহক চেক হল এমন এক ধরণের চেক যার সাহায্যে যে কেও ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করে, ব্যাংক তাকেই টাকা দিতে বাধ্য থাকে অর্থাৎ চেকের বাহক কে টাকা দিতে বাধ্য থাকে। উদ্দীপক পড়ে জানা যায় যে, জনাব আলী চেকটিতে স্বাক্ষর করে টেবিলে রাখলে তার বাড়ির চাকর চেকটি ব্যাংকে জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করে। তাই বুঝা যায় জনাব আলীর স্বাক্ষরকৃত চেকটি ছিল বাহক চেক।

১০ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০ (ঘ)	৪	উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের তথ্য ব্যবহার করে দাগকাটা চেকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলে
	৩	পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের ভিত্তিতে দাগকাটা চেকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলে
	২	দাগকাটা চেকের বর্ণনা লিখলে
	১	দাগকাটা চেক লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে

১০ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

চেকের মাধ্যমে জনাব আলীর লেনদেন নিরাপদ করার জন্য দাগকাটা চেক সর্বোত্তম। দাগকাটা চেক এমন একটি চেক সেখানে চেকের গায়ে আড়াআড়ি দুটি দাগকাটা থাকে। উক্ত চেকের অর্থ নগদে পরিশোধ না করে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। ফলে উক্ত চেক হারিয়ে গেলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। উদ্দীপক পাঠ করে জানা যায় যে জনাব আলীর স্বাক্ষরিত বাহক চেকটি দ্বারা তার বাড়ির চাকর টাকা উত্তোলন করে । ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হন। যদি তিনি দাগকাটা চেক দ্বারা লেনদেন করতেন তাহলে তার চাকর টাকা উত্তোলন করতে পারতো না। তাই আমি মনে করি দাগকাটা চেকের মাধ্যমে জনাব আলী লেনদেনর নিরাপত্তা বিধান করতে পারেন।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১ (ক)	১	চলতি হিসাব লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

চলতি হিসাবে সাধারণত কোনো সুদ প্রদান করা হয় না।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১ (খ)	২	LC বৈদেশিক বাণিজ্যে কীভাবে ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করলে।
	১	বৈদেশিক বাণিজ্যে/আমদানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত একটি দলিল লিখলে।
	০	অপ্রসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

LC হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য/আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য ব্যবহৃত একটি দলিল বা প্রত্যয় পত্র। এই পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্য রপ্তানি কারককে আমদানিকারকের পক্ষ থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে। এর ফলে দুই দেশের অবস্থানকারী আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন সহজ হয়।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে 'ক' ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে প্রমাণ করলে।
	২	বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম লিখলে।
	১	'ক' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

'ক' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি মুনাফাভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যা অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক থেকে মি: ফারুক কিছু নতুন নোট তুলে এনেছে। এক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে তার অর্থের লেনদেন ঘটেছে। অর্থাৎ এটি বাণিজ্যিক ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে পারে। কিন্তু যেহেতু 'ক' ব্যাংক 'খ' ব্যাংকের অধীনস্থ এবং 'খ' ব্যাংকের উপর নাম লেখা আছে তাই 'ক' ব্যাংকটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

১১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১ (ঘ)	৪	কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'খ' ব্যাংক কর্তৃক মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা লিখলে।
	৩	উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে 'খ' ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে প্রমাণ করলে।
	২	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে কোন কার্যক্রম উল্লেখ করলে।
	১	'খ' ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক লিখলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংকটি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে একটি অন্যতম দায়িত্ব হল মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা। এজন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'খ' ব্যাংক তার অধীনস্থ 'ক' ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক বলে আমি মনে করি। বাজারে যদি ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে অর্থের মূল্য কমতে থাকে এবং পণ্যের দাম বাড়তে থাকে। মূলস্ফীতির ফলে মানুষ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে বাজারে যদি ঋণের পরিমাণ কমে যায় তাহলে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই উদ্দীপকে 'খ' ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল অবলম্বন করে বাজারে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।